একটি চিত্রনাট্য

অহনার আনন্দ বেদনা

জসিম মল্লিক

১.

জুনের শুরু। প্রকৃতি তার রুপলাবন্য ফিরে পাচ্ছে। পত্রপল্লবহীন প্রকৃতি আবার সবুজে সবুজে সয়লাব হচ্ছে। এবছর একটানা অনেকদিন ছিল প্রবল শীতের দাপট। বিরামহীন বরফ পড়েছে। গত সত্তুর বছরেও এত বরফ দেখেনি এ অঞ্চলের মানুষ। শ্বেতশুভ্র বরফের খোলস ছেড়ে চারিদিকে সবুজের আবাহন। এ সময়টার জন্য কত অপেক্ষা মানুষের। কত রকমের প্ল্যান পোগ্রাম এ সময়টাকে ঘিরে। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর শীত মৌসুম কবে শেষে হবে এ জন্য সবারই থাকে হা হুতাস।
কানাডাতে অফিসিয়ালি সামার এখন। সবার মনেই প্রফুল্ল ভাব। যার সাথে কথা হয় সেই কিছু না কিছু উৎসবমুখরতার কথা বলে। কিন্তু অন্য সবার মতো অহনার মধ্যে তেমন কোনো উচ্ছাস নেই। এই সুন্দর প্রকৃতি অহনার মনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারছেনা। তার মনে যে সুর, যে উচ্ছাস ছিল কোথায় যেনো তা হারাতে বসেছে। সুরের ফল্গুধারায় সে ভেসে যেতে পারছে না। ছিড়ে কী গেছে তার?
অথচ কী চমৎকারভাবেই না শুরু হয়েছিল ওর জীবন। নাচে গানে ভরে ছিল সব কিছু। হালকা পালকের মতো শুরু করেছিল। বছর না ঘুরতেই ঈশানকোনে মঘের ঘনঘটা দেখা দিল। এমনটা হবে ভাবা যায়নি। মানুষ কত দ্রুত বদলে যেতে পারে। নাকি মানুষ এমনই!

সেটাও ছিল গত বছরের সামার সময়। অহনার চমৎকার গানের গলা। সে সাধারণত কোনো স্টেজ প্রোগ্রাম করে না। কিন্তু সেদিন এক অনুষ্ঠানে বন্ধুদের পিড়াপিড়িতে তাকে গাইতে হয়েছিল। অনেকেই সেদিন গেয়েছে। তারা সবাই পরিচিত শিল্পী। কিন্তু হঠাৎ করে এক অপরিচিত শিল্পী মঞ্চে উঠে সুরের ঝর্ণাধারায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সবাইকে। দর্শকরা বিস্ময়ে অবিভুত হলো। পিনপতন নিরবতার মধ্যে অহনা বেশ কয়েকটি গান গেয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেলো। অনেকক্ষন সুরের সেই আবেশ লেগে রইল শ্রোতাদের কানে। দর্শকদের মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো। কে এই নারী? এত সুন্দর যার কণ্ঠমাধুর্য সে কিনা সবার দৃষ্টির আড়ালে! এতদিন কোথায় ছিলে!
শুধু কণ্ঠমাধুর্যই নয় অহনার রুপমাধুর্যও সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল। অহনার বয়স বাইশ তেইশ হবে। সে টরন্টোর ইয়র্ক ইউনিভাসির্টিতে পড়ছে। অহনার স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের নমনীয়তা আছে। কোমল স্বাভাবের মেয়েটি দ্রুতই যে কাউকে আকৃষ্ট করে।
অনুষ্ঠান শেষে অহনাকে একা পেয়ে বিপুল কথা বলতে এগিয়ে এলো। বিপুল তার কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে তার পক্ষে সাধারণত কোথাও যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনা। কিন্তু সেদিন এক বন্ধুর সাথে গিয়েছিল।

২.
আপনাকে আগে কী কোথাও দেখেছি! কোনো ভনিতা না করেই বলল বিপুল।
অহনা ছেলেটির দিকে তাকালো। সবাই আজকে তার গানের প্রশংসা করলেও এই ছেলেটি তা না করে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলছে।
বিপুল যদি কোথাও যায় তাহলে সবাই এক নজর তাকে দেখে। সে আসলে যেকোনো মেয়ের চেয়েও আকর্ষনীয় দেখতে। বিশেষকরে তার ভুবনভোলানো হাসি আর তার কথা বলার স্টাইল তাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। অহনা প্রথমে একটু থমকালেও বিশেষ পাত্ত্বা দিলনা।
অহনা তার স্বভাবসুলভ সৌজন্যতা বজায় রেখে হেসে বলল, মনে হয় না।
তাহলে খুব চেনা মনে হয় কেনো বলেনতো!
অনেকেই একথা বলে। কমন ফেস বোধহয়।
উহু তাও নয়। আপনি মোটেই কমন নন। খুবই আনকমন আপনার সৌন্দর্য।
তাই নাকি!
আপনার হাসিটাও বেশ ভাল।
অহনা বললনা যে, ওর হাসিটা আরো ভাল। শুধু হাসল।
তবে তারচেয়েও ভাল আপনার গানের গলা। যদিও আমি সঙ্গীতের সমঝদার নই।
তারপরও মনে হলো আপনার কন্ঠে কী যেনো একটা আছে।
থ্যাঙ্কস।
গান ব্যাপারটার প্রতি আজকে থেকে আমার একটা প্রেম জন্মে গেছে। বিশেষ করে আপনার কন্ঠের প্রতি।
তাহলে তো খুউব প্রব্লেম।
কিসের প্রব্লেম।
কারণ আপনিতো আমার গান আর শুনতে পাবেন না।
কেনো!
আমিতো স্টেজে গাইনা, আমার কোনো এ্যালবাম নেই। কোনোদিন বেরও হবে না।
ও। হতাশ হওয়ার ভান করল বিপুল। তাহলে কী আমার সঙ্গীতপ্রেমের এখানেই পরিসমাপ্তি!
সম্ভবত।
নিশ্চয়ই ঘরে গান করেন!
তা করি।
তাহলে আশা শেষ হয়ে যায়নি!
ঘরে গান করি আমার নিজের জন্য।
ওকে ফাইন। নিজের জন্যই করবেন। ফাও হিসাবে আমিও একদিন শুনতে আসবো।
৩.

এভাবেই শুরু হয়েছিল পরিচয় পর্ব। এরপর বেশ কয়েকদিন দিন চলে গেছে। একদিন হঠাৎ বিপুল ফোন করলো। ফোন নম্বরটা সে যোগাড় করেছিল।
আমি কী অহনার সাথে একটু কথা বলতে পারবো!
কে বলছেন!
আমার নাম বিপুল।
ফোনটা ধরেছে অহনার মা নাসরীন। নাসরীনের সাথে অহনার বয়সের ডিফারেন্স বেশী নয়। অপরিচিতরা অনেকেই মনে করে দুইবোন। নাসরীনের আঠারো বছর বয়সে অহনার জন্ম। তিন বছর আগে নাসরীনের ডিভোর্স হয়। সেই থেকে মা মেয়ে মিলে আছে। অহনাকে মানুষ করানোই এখন নাসরীনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। অহনার ব্যাপারে সে যথেষ্ট সতর্ক। যদিও মা-মেয়ে খুউবই ফ্রী সব ব্যাপারে। অহনা জানে তার মায়ের একজন ছেলে বন্ধু আছে। অথচ অহনার সেভাবে কোনো ছেলের সাথে সম্পর্ক পড়ে উঠতে পারেনি। ছেলে বন্ধু আছে বটে অনেক কিন্তু খুব দৃঢ় নয় সে সব।
অহনা ফোন ধরতেই বিপুল বলল, বলুনতো কে!
সত্যি বলতে কি আমি কারো গলা মনে রাখতে পারি না। কে আপনি!
আপনার গানের একজন ভক্ত। শুধুই আপনার গানের। বিপুল আমার নাম। চিনতে পেরেছেন!
চিনেছি এবার।
থ্যাঙ্কস। আচ্ছা ফোনটা কে ধরেছিলেন!
আমার মা।
একইরকম ভোকাল।
সবাই তাই বলে।
উফ্ আমি শুধু কমন কথা বলছি। যাইহোক। আমি একবার আপনার বাসায় আসতে পারি? প্লীজ না বলবেন না।
কি ব্যাপারে বলুনতো!
দুটো কারণ। এক নম্বর হচ্ছে আপনার গান শোনা যায় কিনা সে চেষ্টা করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার মায়ের সাথে পরিচিত হওয়া।
ওকে। চলে আসুন। এখনই আসতে পারবেন?
অফকোর্স।
এসেছিল বিপুল। বিপুলের সহজাত আর হাসিখুশী স্বভাব দিয়ে নাসরীনের মন গলিয়ে ফেলল প্রথমেই। বিপুল একা থাকে বলেও ছেলেটার প্রতি একটা মায়া পড়ে গেলো। অহনার জন্য এই ছেলেটি খুবই মানানসই হতে পারে। অহনারও মনে ধরে গেলো বিপুলকে। ওদের জানাজনির পর্বটা খুব দ্রুত ঘটলো। এরপর দু'জনে ঘুরছে বেড়াচ্ছে। লং ড্রাইভে চলে যাচ্ছে।

নাসরীনের ইচ্ছেতেই ওদের এনগেজমেন্ট পর্বটা সেরে ফেলা হলো একদিন। যদিও বিপুলের এখনই এ ব্যাপারে কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করলো না। বিপুলের বয়স এখন উনত্রিশ।
সবকিছু ঘটলো অতি দ্রুত। বিপুলের ঘরে যেতে অহনার আর কোনো বাধা থাকলো না।
৪.
অহনা বিদেশে বেড়ে উঠলেও সে অন্য আর দশজন মেয়ের মতো না। সে যথেষ্ট নরম স্বভাবের মেয়ে। জীবনের নির্মমতা তাকে বেশী স্পর্শ করতে পারেনি। বিপুলকে সে যথেষ্ট ভালবাসে। বিশ্বাস করে। কিন্তু বিপুলের সরল হাসি আর নিস্পাপ চেহারার মধ্যে রয়েছে পাপ আর কুটিলতা।
বছর না পেরুতেই অহনার প্রতি বিপুলের আকর্ষণ কমে যেতে লাগলো। সে যেখানেই যায় সেখানেই অন্য মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। নানাভাবে সেসব মেয়েদের সাথে খাতির জমানোর চেষ্টা করে। মেয়েরাও অচিরেই বিপুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিপুলের মধ্যে একধরনের বহুগামিতা আছে। মধুলোভী। নতুন নতুন মেয়েদের সান্নিধ্যে পাবার জন্য সে সবকিছু ভুলে যায়।
কিন্তু অহনা এসব বুঝতে পারে না। অন্য মেয়েদের সাথে কথা বলা বা ফ্লাটারি করাকে সে সহজভাবেই দেখে। বিপুল জানে অহনা একটি সরল মেয়ে। তাকে ধোকা দেয়া কিছু কঠিন কাজ না। এখনই অহনার সাথে বন্ধনে জড়িয়ে পড়াকে সে মেনে নেয়নি মনে মনে।
বিপুলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে অহনা। ওকে নিয়ে কোথাও যেতে চায় না। ওর কাছে অনেককিছু লুকোয়। আগের মতো আর হাসি খুশী মনে হয় না। অহনার খারাপ লাগে। তাই একদিন জিঙ্গেস করলো, তোমার কী হয়েছে!
কিছু হয়নি তো!
কিছু একটা হয়েছে আমাকে বলছো না!
কিছু হয়নি।
ওকে ফাইন। এমন কিছু করো না যা আমার খারাপ লাগবে।
কি বলতে চাও!
কিছু বলতে চাইনা। তবে জেনে রেখো জীবনটা কোনো খেলা নয়!

এরপর ক'দিন আর বিপুল কোনো যোগাযোগই করছিল না। অহনার হঠাৎ দৃঢ়তায় একটু কি ঘাবরে গেছে বিপুল!
অহনার মন খুব খারাপ। ওর মনে হচ্ছিল একটা কিছু ভুল হয়েছে। বিপুল ওর জন্য বোধহয় ভুল মানুষ। তারপরও ও আশা করছে যে সব ঠিক হয়ে যাবে।
এভাবে সপ্তাহ পার হচ্ছে। যোগাযোগ বন্ধ। ফোন করলে ধরছে না।

অহনা একদিন সকালে বিপুলের বসায় গেলো হঠাৎ। ঘরে ঢুকে যা দেখল তা না দেখলেই ভাল ছিল। অহনা এতটা চিন্তাই করেনি। ওরই পরিচিত এক মেয়ের সাথে খুবই অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখলো দু'জনকে। অহনাকে দেখে মেয়েটি অপরাধীর মতো বের হয়ে গেলো।
ছি! ছি!! তুমি এত খারাপ!
তুমি কেনো এসেছো এখানে!
কেনো আমি আসতে পারি না বুঝি!
স্পাইং করতে এসেছো!
দরজা খুলে এসব করে কেউ!
চুপ করো!
তোমাকে দেখে কেউ ভাববে না তুমি এত নীচ।
হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এরকমই। ক্রুদ্ধভাবে বলল বিপুল। তার আসল চেহারা ফুটে উঠছে।
তাহলে আমার সাথে এরকম কেনো করলে! আমিতো ওইসব মেয়েদের মতো না।
হঠাৎই সুর বদলে ফেললো বিপুল। জানে নাটক করে হয়ত অহনার মন গলানো যাবে।
কাঁদার ভাণ করে বলল, আইএ্যাম সরি অহনা। আমার ভুল হয়েছে। মাফ করে দাও।
যে কোনো কারণে হোক বিপুল ঘাবরে গেছে।
কিন্তু অহনার মতো ময়েরা একটু অন্যরকম। তারা যতখানি নরম আবার ততখানি শক্তও।
একবার মন ভেঙ্গে গেলে বা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে তা আর জোড়া লাগানো যায় না।
শোনো, আমি চলে যাচ্ছি। আর কখনও ফিরবো না। তুমিতো এটাই চাও! তোমাকে সহজেই ছেড়ে দিলাম।
আইএ্যাম সরি অহনা। আর এরকম হবে না।
অনেক নাটক হয়েছে।
অহনা চলে এলো। পথে আসতে আসতে অনেক কাঁদল। চোখের জ্বলে ভাসতে ভাসতে বাসায় ফিরে এলো।
অহনা ভাবল মানুষ কি এমনই! মানুষ কত বদলে যায়!
৫.
একমাস আগের ঘটনা ছিল সেটা। অহনা চলে আসার পর বিপুল বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল। অহনা ধরেনি। একদিন এনগেজমেন্ট রিং ফেরত পাঠিয়ে দিল। চুকে বুকে গেলো সব। কিন্তু অহনার হৃদয়ে যে ক্ষত এঁকে দিল এক পুরুষ তাকি সহজে যাবে!
এত সহজে সবকিছু মোছা যায় না।
চারিদিকে সামারের আগমনী চললেও অহনার মনে কোনো আনন্দ নেই।
সে আবার নতুন করে বাঁচতে পায়। পুরনো সব ভুলে আবার গলায় সুর তুলতে চায়। অহনা নিজের জন্যই তো গান গায়।
জীবন চলমান। জীবন থেমে থাকে না।
সব দুখ ভুলে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়।

জীবন অনেক অনকে সুন্দর।
মানুষ হয়ে জন্মানোর নিশ্চয়ই কোনো আনন্দ আছে।

জসিম মল্লিক: কানাডা প্রবাসী লেখক
jasim.mallik@gmail.com
Toronto

(শেষ)